মনে হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে মানবাত্মার স্বনির্ভরতা ও ইচ্ছা-স্বাধীনতা অর্থহীন হয় এবং আত্ম-সচেতন জীবেরা জগতের যান্ত্রিক নিয়মের বশীভূত হয়ে পড়ে।

৫। লাইবনিজের জ্ঞানতত্ত্ব

(Leibniz's theory of Knowledge.) :

বর্তমান যুগের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইব্‌নিজের নাম উল্লেখযোগ্য। ডেকার্ট ও স্পিনোজা কয়েকটি মাত্র ধারণাকে সহজাত বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লাইব্‌নিজ বলেন যে, যাবতীয় ধারণাই সহজাত ; তারা মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় নিহিত থাকে এবং বুদ্ধির সক্রিয়তায় পরিস্ফুট ও বিকশিত হয়।

লাইব্‌নিজের মতে, প্রত্যেক আত্মা যাবতীয় জ্ঞানের আধার। আত্মা স্বকীয় বুদ্ধিবলে অন্তর্নিহিত সুপ্ত জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করে। বাহির থেকে কোন সংবেদনই আত্মা বা মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, কারণ আত্মা বা মন গবাক্ষহীন (windowless) কক্ষের মত। "তাঁর মতে, আত্মা বাহিরের সর্বাধিক প্রভাব থেকে মুক্ত। আত্মা তার নিজস্ব জগতেই বাস করে, কাজেই বাহিরের পদার্থ কোন সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। যাকে আমরা সংবেদন বলি তা অস্বচ্ছ, অসংস্কৃত বুদ্ধির সৃষ্টি। তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্বীকার না করলেও তাকে তিনি অস্পষ্ট জ্ঞানরূপে অভিহিত করছেন।' (অধ্যাপক হরিদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত 'দর্শন-দীপিকা') তাঁরমতে ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান হল তথ্য-সম্পর্কীয় জ্ঞান-যা কখনও অনিবার্য হয় না।

লাইব্‌ণিজ বলেন, জ্ঞান-অর্জনের জন্য আত্মা বা মন যদি বাহ্যিক পদার্থের উপর নির্ভর করত, তা হলে যাবতীয় জ্ঞানই অন্য-অবস্থা-সাপেক্ষ (Contingent) হত; শাশ্বত ও মৌলিক (eternal) সত্য বলে কিছু থাকত না, এমন কি গণিত ও তর্কশাস্ত্রেরও কোন মৌলিক নিয়ম বা সত্য থাকত না। কিন্তু যেহেতু আমরা কতকগুলি মৌলিক সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত, অতএব এগুলি নিশ্চয়ই আত্মার আভ্যন্তরীণ বুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত। চিন্তার মৌলিক নীতির সাহায্যে আমরা বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা (Intuition) দ্বারা এই সকল আবশ্যিক সত্যকে (necessary truths) উপলব্ধি করি। এজন্য লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীরা যখন বলেন—মানুষের মন বা বুদ্ধির মধ্যে এমন কিছুই থাকতে পারে না যা মূলতঃ সংবেদন বা প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, তখন লাইবনিজ তা স্বীকার করে তার সঙ্গে যোগ ক'রে দিয়েছিলেন—'কেবলমাত্র বুদ্ধি ব্যতীত' অর্থাৎ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-নির্ভর বা সংবেদন-জাত নয়। লাইবনিজের মতে জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাপারে বুদ্ধির অবদান অপরিসীম। লকের মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিই যাবতীয় ধারণা উৎপন্ন করে, কিন্তু লাইবণিজের মতে সব ধারণাই অন্তর্নিহিত; আমরা গবাক্ষহীন বলে বাহির থেকে কোন ধারণা পাওয়া যায় না, মন বা বুদ্ধি থেকেই সব ধারণা সৃষ্ট হয়। লক, এমন কি ডেকার্টও, যখন বলেন যে, সংবেদন আমাদের মনে বহির্জগতের বস্তুর বা শক্তির ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে লাইবনিজ বলেন যে, সংবেদন অন্তর থেকে উৎপন্ন হয় এবং স্বতঃই আমাদের মনের অন্তর্নিহিত অস্পষ্ট চিন্তামাত্র; বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে সংবেদনগুলি ক্রমে ক্রমে চিন্তার সুস্পষ্ট আকারে পরিস্ফুট হয়।

সংবেদন বাহিরের বস্তু থেকে প্রাপ্ত নয়—একথা লাইবনিজ বললেও কতকগুলি ধারণা (যেমন লাল, গরম, মিস্ট, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি) জাগতিক বস্তুকেই নির্দেশ করে থাকে। তাই লাইবনিজ বস্তুঘটিত সত্যেরও (truihs of fact) বা অন্য-সাপেক্ষ সত্যেরও (contingent truths) উল্লেখ করেছেন। জাগতিক বস্তু সংক্রান্ত বচন অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ যদিও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা তাদের সৃষ্টি করতে পারে না।

এই কারণে লাইবনিজের দর্শনে দুপ্রকার সত্যের মধ্যে আমরা পার্থক্য দেখতে

পাই—(১) আবশ্যিক বা নিয়ত বা বৌদ্ধিক সত্য আর (২) অন্য-সাপেক্ষ বা বস্তু-ঘটিত সত্য।

(১) আবশ্যিক সত্য (Nesessary Truths) বা বৌদ্ধিক সত্য (Truths of Reason) বা নিয়ত সত্য (Eternal Truths): এই ধরনের সত্য হল স্বতঃসিদ্ধ; এরূপ সত্য বচনের বিরুদ্ধ বচন সদা মিথ্যা অর্থাৎ স্ব-বিরোধী; যথা একটি বৃত্তাকার বস্তু চতুষ্কোণ নয়, এই বচনটি নিয়ত ও আবশ্যিকভাবে সত্য এবং বুদ্ধি বা যুক্তির মৌলিক নিয়মানুসারে গঠিত; এই বচনটির বিরুদ্ধ বচন—একটি বৃত্তাকার বস্তু হয় চতুষ্কোণ'—স্ববিরোধী। আবশ্যিক সত্য হল অন্য-নিরপেক্ষ ও পূর্বতঃসিদ্ধ; এই জাতীয় সত্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা বা আরোহ প্রক্রিয়া-লব্ধ নয়; এই ধরনের সত্য হল স্বতঃপ্রমাণ ও চিরন্তন সত্য; ঈশ্বরও তার কোন পরিবর্তন করতে পারেন না। বৌদ্ধিক বা আবশ্যিক সত্য যুক্তি বা চিন্তার মূল সূত্র **'বিরোধ-বাধক নিয়মের'** (**Law of Non-Contradiction**) উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরোধ-বাধক নিয়ম অনুসারে দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ বা বিরোধকে একই সময় একই বস্তু বা উদ্দেশ্যের উপর প্রয়োগ করা যায় না। অর্থাৎ দুটি পরস্পর বিরোধী বচনের উভয়ই একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না,; একটি সত্য হলে অপর বিরুদ্ধ বচন মিথ্যা হবেই। 'রাম হয় ভারতীয়'-এই বচনটি সত্য হলে একই সময়ে 'রাম হয় অ-ভারতীয়' মিথ্যা হবেই। এই বিরোধ-বাধক নিয়মই আবশ্যিক সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। কোন অবশ্যম্ভব সত্য বচন কখনও মিথ্যা হতে পারে এরূপ ভাবা যায় না। লাইবনিজের মতে গণিত, যুক্তিবিদ্যা অধিবদ্যা ও নীতিবিদ্যার সত্য হল আবশ্যিক ও বৌদ্ধিক সত্য; এসব বিষয়ের নীতিগুলি (principles) স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃপ্রমাণ; এগুলি নিজেদের সত্যতা নিজেরাই প্রমাণ করে, এগুলির সত্যতা প্রকাশের জন্য কোন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয় না।

(২) অন্য-সাপেক্ষ বা আপেক্ষিক সত্য (Contingent Truths) বা বস্তুঘটিত সত্য (Truths of Facts): বাস্তব বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল আপেক্ষিক বা অন্য-সাপেক্ষ সত্য; এরূপ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ; এরূপ সত্য বচন বস্তুতঃ বা সম্ভব্য সত্য, কিন্তু নিয়ত বা চিরন্তন সত্য নয়। একটি আপেক্ষিক সত্য সত্য না হয়ে মিথ্যাও হতে পারে অর্থাৎ একটি আপেক্ষিক সত্য বচনকে মিথ্যা বলেও চিন্তা করা যায়, তার সত্যতা অস্বীকার করলে কোন স্ববিরোধিতা ঘটে না। 'আকাশ নীল'-এই বস্তু-ঘটিত সত্যটি বাস্তবিক সত্য হলেও এর বিরুদ্ধ বচন অর্থাৎ আকাশ নীল নয়'-এটি স্ব-বিরোধী নয়। এরূপ বচনের সত্যতা নির্ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষণের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই এরূপ সত্য স্বতঃসিদ্ধ নয়, বরং পরতঃসাধ্য। একমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যেই বস্তুসম্পর্কীয় সত্য অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য জানা যায় ও নির্ধারণ করা যায়। লাইবনিজের মতে আপেক্ষিক সত্য আবশ্যিক না হলেও বাস্তব বা বস্তুগত; সুতরাং আপেক্ষিক বা বস্তুঘটিত সত্য **'পর্যাপ্ত হেতু নিয়মের'**

(**Laws of Sufficient Reason**) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক বাস্তব ঘটনার মূলে পর্যাপ্ত হেতু থাকবেই। কোন একটি বিশেষ বাস্তব ঘটনার পর্যাপ্ত হেতু কী অর্থাৎ তা কী কারণে বা কেন ঘটল—সেই সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা থাকলেও নীতিগত ভাবে প্রত্যেক ঘটনার পর্যাপ্ত হেতু থাকবেই। জাগতিক ঘটনাবলীর সমর্থনে যদি পর্যাপ্ত হেতু স্বীকার করা না হয় তাহলে জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করা যায় না। শধু জাগতিক ঘটনা কেন, এমন কি আমাদের বাস্তব জ্ঞানের সমর্থনেও পর্যাপ্ত হেতু স্বীকার করা আবশ্যক। পর্যাপ্ত হেতু নিয়ম একদিকে পদার্থবিজ্ঞানে কার্য-কারণ নীতির আকারে ব্যক্ত হয় আবার অপরদিকে যুক্তিবিজ্ঞানে যুক্তির বৈধতা প্রমাণের জন্য হেতু ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে। "আবার এই নীতির সাহায্যে লাইবনিজ যন্ত্রবাদ ও উদ্দেশ্যবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। ঈশ্বর এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই জগতে যা কিছু ঘটে তা কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঘটে। কাজেই উদ্দেশ্যবাদের দিক থেকে দেখলে, কোন ঘটনার পর্যাপ্ত কারণ হল তা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঘটেছে সেই উদ্দেশ্য।" (অধ্যাপক হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নব্য যুগের পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস')

৬। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা